১.আপনার মূল মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস কি?
২.আপনার লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা কি?
৩.আপনার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করতে আপনি প্রথম পদক্ষেপগুলি কী কী নেবেন?
৪.ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং কীভাবে স্ব-প্রচার থেকে আলাদা, এবং কেন এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ?
৫.কোন বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি গর্বিত?

১.আপনার মূল মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস কি?
১.যাহা খারাপ তাহা খারাপ ,যেটা মিথ্যা সেটা মিথ্যা আবার যেটা সত্য সেটা সত্য এটা আমি বলে যাব । এবার আমার পক্ষে কে থাকবে আর কে থাকবে না এটা আমার দেখার দরকার নাই,,,আর আমি বিশ্বাস করি যে আপনি যদি কারে সাথে ভালো কিছু করেন এটা উপহার আপনি আপনার রবের পক্ষ থেকে পাবেন আর যদি আপনি কারে সাথে খারাপ কিছু করেন এর উপহার ও আপনি পাবেন আপনার রবের পক্ষ থেকে এবার একদিন লাঘক বা দশ দিন লাঘক আপনি পাবে-ই,,,আর আপনি যদি সৎ থাকেন আপনি অবশ্যই সফল হবেন ইনশাআল্লাহ হয়তো একটু সময় লাগবে দেখবেন আপনি সফল হবেন । আর রবের প্রতি বিশ্বাস রাখেন, আপনার যখন যেটা প্রয়োজন ঠিক তখন ই আপনার রব আপনাকে দান করবে,, আপনার থেকে আপনার রবে ভালো যানেন কখন আপনার কি প্রয়োজন, তাই রবের প্রতি বিশ্বাস রাখুন হত্যাশ হবেন না ।

২.আপনার লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা কি?
২.আমি একজন মানুষের মতো মানুষ হব,,অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়াবো,,যতটুক পারি সাহায্য করবো । উচ্চ বিলাসিতার আশা আমার নাই ,আমি আমার আশে পাশের মানুষকে নিয়ে ভালে থাকতে চাই,,অন্যের কষ্ট দেখলে আমি দেখলে আমার খুব কষ্ট লাগে আর আপচুচ হয় ,, যদি আমি তার কষ্ট দুর করতে পারতাম ।

৩.আপনার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করতে আপনি প্রথম পদক্ষেপগুলি কী কী নেবেন?
৩.
পদক্ষেপ : ১. কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব ।
২. সবার সাথে অন্তরিক হব ।
৩. আমি যতটুক যানি বা নতুন কিছু শিখতে গেলে আমি সবার সাথে শেয়ার করবো ।
৪. অনলাইন এবং অফলাইন প্রচার করবো ।

৪.ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং কীভাবে স্ব-প্রচার থেকে আলাদা, এবং কেন এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ?
৪. ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ব্যক্তি নিজেকে একটি স্বতন্ত্র এবং প্রত্যন্ত ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন উপায়ে সম্পন্ন হতে পারে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার, ব্লগিং, ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করা, এবং সম্পর্ক তৈরি করা।

এই প্রক্রিয়াটি স্ব-প্রচার থেকে আলাদা কারণ:

১.ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করা হয়:
ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং একটি ব্যক্তির মৌল্যমান, আদর্শ, এবং লক্ষ্যের মৌল্য স্থাপন করে। এটি ব্যক্তির স্বভাব, পেশা, এবং উদ্দেশ্যের সাথে মিলে থাকে।
২.ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশ:
ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি ব্যক্তির অভ্যন্তরের দৃষ্টিকোণ, দক্ষতা, এবং আদর্শ বোঝায়।
৩.ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড স্বীকৃতি প্রদান করতে সাহায্য করে:

ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং স্বীকৃতি প্রদান করতে সাহায্য করে এবং এটি ব্যক্তির মৌল্য, কাজের পরিস্থিতি, এবং সাক্ষরিক যোগাযোগের একটি নজরদার করে।

৪.ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড কর্মপ্রণালী হিসেবে কাজ করে:

ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড একটি ব্যক্তির কর্মপ্রণালী হিসেবে কাজ করে এবং পেশাদার উন্নতি, ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, এবং নেটওয়ার্কিং করে।

৫.কোন বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি গর্বিত?

৫. আমাকে নিয়ে আমার গর্ব করার মতো কিছু নাই । তবে আমি মানুষের সাথে বিন্যয়ি হয়ে কথা বলতে ভালোবাসি,, অন্যের আমানত আমি খেয়ানত করি না এবার যত কিছু হক,, আপনি চাইলে লক্ষ টাকা দিয়ে ও আপনি আমার দ্বারা খারাপ কাজ করাতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ ।